**সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজ স্নাতক ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ঢাকা, বুধবার, ০৭ ফাল্গুন ১৪১৯, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ,

কমাড্যান্ট, ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ,

কোর্স সমাপনকারী অফিসারবৃন্দ এবং

সমবেত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম ।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে স্টাফ কলেজ সম্পন্ন করা সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। সাফল্যের সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করে আজ যারা গ্র্যাজুয়েট হলেন তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

সুধিবৃন্দ,

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত মাস ফেব্রুয়ারি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি ভাষা শহীদদের। স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। জাতীয় চার নেতাকে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে।

২০০৯ সালের এই ফেব্রুয়ারি মাসেই পিলখানায় শহীদ হয়েছিলেন ৫৭ সেনা কর্মকর্তা। পরম করুণাময় মহান আল্লাহতা'য়ালার কাছে আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

সুধিমন্ডলী,

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে জাতির পিতা একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আজ স্টাফ কলেজের আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,

আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে আপনাদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনারা সমর বিজ্ঞানে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেছ। আমার বিশ্বাস, এ প্রশিক্ষণ আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন এবং যে কোন ধরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও আত্মপ্রত্যয়ী করবে। আমি আপনাদের পেশাগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বন্ধুপ্রতীম দেশের গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

আপনাদের দেশের সঙ্গে আমাদের রয়েছে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সে সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ় হবে এই আমাদের প্রত্যাশা। এখানে অধ্যয়নকালে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। আমার বিশ্বাস, নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের সম্মানিত দূত হিসেবে এ দেশের জনগণের শুভেচ্ছা আপনাদের জনগণের কাছে পৌঁছে দিবেন।

সুধিমন্ডলী,

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবিলায়ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন। দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে।

শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী প্রশংসিত হচ্ছে। আমরা এখন সর্বোচ্চ সংখ্যক সামরিক বাহিনী পাঠাচ্ছি। তাদের সাফল্যে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বে এসেছে বহুমাত্রিকতা। সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও পরিবর্তিত সময়ের এই চাহিদার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের সকল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্ব শান্তি রক্ষা এবং সকল ধরণের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর, সে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে প্রস্ত্ততি গ্রহণ করতে হবে এবং সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের সম্পদ সীমিত। আর সে সীমিত সম্পদ দিয়েই আমরা একটি যুগোপযোগী, দক্ষ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৯৬ সালে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণের পর সশস্ত্রবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নে অনেকগুলো ইউনিট গঠন করি। সে সময় আমরা ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করি।

সেনাবাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রয়োজনীয় খসড়া জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি ও সেনাবাহিনী ফোর্সেস গোল ২০৩০ নির্ধারণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ১৯৭৪ সালের জাতির পিতার প্রতিরক্ষা নীতি অনুযায়ী এ ফোর্সেস গোল তৈরী করেছি। সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নকল্পে  সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় ঋণ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া হতে ১ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয়ের চুক্তি হয়েছে।

ইতোমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য সেল্ফ প্রোপেল্ড গান, অত্যাধুনিক এ্যামুনিশন প্ল্যান্ট, চতুর্থ প্রজন্মের এমবিটি-২০০০ মডেলের ট্যাংক, উইপন লোকেটিং রাডার, আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার, আর্মার্ড রিকভারি ভেহিক্যাল এবং হেলিকপ্টার ক্রয় করেছি।

সুধিমন্ডলী,

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর সকল ক্ষেত্রে অচলাবস্থা কাটিয়ে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়েছি। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমরা সাড়ে ছয় শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। চার বছরে ২০ লাখ ৪০ হাজার জনশক্তির বিদেশে কর্মসংস্থান হয়েছে। রেমিটেন্স এসেছে প্রায় ৪ হাজার ৮০০ কোটি ডলার।

রপ্তানি আয় ২ হাজার ৪৩০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। প্রায় ৩৮২ কোটি ডলার বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৩ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। চার বছরে রাজস্ব আদায় দ্বিগুণ বেড়েছে। রাজস্ব আদায়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি এজন্য যে আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে চাই।

বিদ্যুৎ সরবরাহ গত চার বছরে প্রায় ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫২৫ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধি অর্জনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের পঞ্চম শীর্ষ দেশ।

আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই জনগণের সেবক হিসেবে দেশ পরিচালনা করতে চায়, শাসক হিসেবে নয়। আমরা অনিয়ম দুর্নীতির প্রশ্নে কাউকেই ছাড় দেইনি। সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ দূর করতে পেরেছি। ডিজিটাল প্রযুক্তি সাধারণের মানুষের মধ্যে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জঙ্গীবাদ নির্মুল করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছি।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ,

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্ম। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা আমাদের রক্ষা করতে হবে। ২০২১ সালে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। এ সময়ে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। অধীনস্তদেরকেও সেভাবে গড়ে তুলতে হবে।

আজকের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে ডিগ্রিপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দ ও তাঁদের সহধমির্নীদের পুনরায় অভিনন্দন জানাই। একই সাথে আমি তাঁদের কর্ম জীবনের সাফল্য কামনা করি। মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সহায় হোন।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।